যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত

গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

বাংলা ছোটগল্পে (নির্বাচিত) প্রান্তিকজীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র: একটি পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৯০)

গবেষক

সাগরিকা সাহা

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক: ড. জয়দীপ ঘোষ

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

ফাক্যাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৩২

২০২৪

সূচিপত্র

ভূমিকা ১-৩

প্রথম অধ্যায়: ভারতীয় জনজাতি গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়: সংজ্ঞা ও স্বরূপ ৩

১.ক| জনজাতির সংজ্ঞা, স্বরূপ ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

১.খ| জনজাতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিচয়: জনজাতি/আদিবাসী

১.গ| জনজাতি/আদিবাসী ও দলিতদের পার্থক্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজের রূপরেখা ৪-৫

তৃতীয় অধ্যায়: ১৯২৩-১৯৯০ দেশ-কাল, পটভূমি ও জনজাতি সমাজ ৫

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা ছোটগল্পকার (১৯২৩-১৯৯০) পরিচিতি এবং তাঁদের জীবনদর্শন ৫-৬

পঞ্চম অধ্যায়: জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পের (নির্বাচিত) পটভূমি-বৈচিত্র্য ও বিষয়-বৈচিত্র্য ৬-৭

৫.ক| গল্পের পটভূমি-বৈচিত্র্য

৫.ক|১- গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমি

৫.ক|২- কোলিয়ারিকেন্দ্রিক পটভূমি

৫.ক|৩- নগরকেন্দ্রিক পটভূমি

৫.ক|৪- রেলের কামরা ও রেলস্টেশনকেন্দ্রিক পটভূমি

৫.ক|৫- পাহাড় ও অরণ্যকেন্দ্রিক পটভূমি

৫.খ| গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য

৫.খ|১- ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়

৫.খ|২- প্রেম-দাম্পত্য-পরকীয়া, মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক বিষয়

৫.খ|৩- রাজনীতিকেন্দ্রিক বিষয়

৫.খ|৪- অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতকেন্দ্রিক বিষয়

৫.খ|৫- প্রকৃতিপ্রেম নির্ভরকেন্দ্রিক বিষয়

৫.খ|৬- আর্থসামাজিক অবস্থান, সঙ্কট-সমস্যাকেন্দ্রিক বিষয়

ষষ্ঠ অধ্যায়: গল্পে প্রান্তিক ও জনজাতি চরিত্রচিত্রণ এবং চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ ৮

৬.ক| মনস্তাত্ত্বিকদের মনস্তত্ত্বের রূপরেখা

৬.খ| গল্পে চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ

সপ্তম অধ্যায়: জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পে (নির্বাচিত) লোকায়ত জীবন ও লোকঐতিহ্য ৮-৯

৭.ক| বাংলা ছোটগল্পে জনজাতির লোকসংস্কার, লোকাচার, লোকবিশ্বাস,
লোকউৎসব ও লোকদেবতা

৭.খ| বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি- লোকগান, লোককথা, লোকসংগীত, প্রবাদ-ধাঁধা-লোকশ্রুতি

৭.গ| লোকক্রীড়া ও লোকনৃত্য

৭.ঘ| পেশা ও লোকপ্রযুক্তি

৭.ঙ| খাদ্য-বস্ত্র-অলংকার

৭.চ| অঙ্কনকেন্দ্রিক সংস্কৃতি

উপসংহার ৯-১২

পরিশিষ্ট: ১২

পরিশিষ্ট-১| সাক্ষাৎকার ১, সাক্ষাৎকার ২, সাক্ষাৎকার ৩

পরিশিষ্ট-২| ছবি (১-১০)

গ্রন্থপঞ্জি: ১৩-২৩

আকর গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

পত্রিকা পঞ্জি

ব্যবহৃত রিপোর্ট

সহায়ক অভিধানপঞ্জি

বৈদ্যুতিন তথ্য

ভূমিকা

‘বাংলা ছোটগল্পে (নির্বাচিত) প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র: একটি পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৯০)’- শীর্ষক গবেষণাপত্রে ১৯২৩-১৯৯০ কালপর্বে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামোর অন্তেবাসী মানুষদের প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজচিত্র বাংলা ছোটগল্পকারদের লেখনীতে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, তারই অনুসন্ধান করা হয়েছে। ‘জনজাতি’, ‘আদিবাসী’, ‘সিডিউল্ড ট্রাইব’, ‘ট্রাইব’, ‘গিরিজন’, ‘উপজাতি’, ‘বনবাসী’ যে শব্দ দ্বারাই চিহ্নিত করা হোক না কেন অনাদিকাল থেকে এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই সমাজে সবদিক দিয়ে ঘৃণা-বঞ্চনা, শোষণের শিকার। বলাবাহুল্য এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ভারতের সবথেকে বেশি শোষিত, উপেক্ষিত।

এই গবেষণা সন্দর্ভের শিরোনামে ‘জনজাতি’ শব্দটি প্রয়োগ করা হলেও মূল আলোচনায় ‘আদিবাসী’ এবং ‘জনজাতি’ এই শব্দবন্ধদ্বয় সর্বদাই সমধর্মী বিষয়কে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ভূমিকা অংশে ‘আদিবাসী’, ‘জনজাতি’, ‘উপজাতি’ এই শব্দগুলির আক্ষরিক অর্থ এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের স্বরূপ নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এদেশে বিংশ শতকের তিরিশের দশক থেকে ‘আদিবাসী’ কথাটি ব্যবহার শুরু হয়। ভারতবর্ষে ‘আদিবাসী’, ‘উপজাতি’, ‘জনজাতি’, ‘গিরিজন’, ‘ট্রাইব’ এই শব্দগুলি আদিবাসী উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে বোঝাতে পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। ‘তফসিলি উপজাতি’ এবং ‘আদিবাসী’ শব্দটি প্রতিরূপ নয়, ‘আদিবাসী’ কথাটি যে কোনো দেশের আদি বাসিন্দাদের নির্দেশক। ‘আদিবাসী’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘আদিম বাসিন্দা’ বা ‘আদি বাসিন্দা’ এবং ‘তফসিলি উপজাতি’ শব্দটি একটি প্রশাসনিক শব্দ। ‘তফসিলি উপজাতি’ শব্দটি সমাজের পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর মানুষদের জন্য ব্যবহার করা হলেও, ‘আদিবাসী’ এবং ‘তফসিলি উপজাতি’ শব্দদ্বয় ব্যবহারিক দিক থেকে সমাজ একই অর্থে ব্যবহার করে। সাম্প্রতিককালে অনেকক্ষেত্রে ‘আদিবাসী’ শব্দটি নিয়ে নানা বিতর্ক দেখা যায়, এই বিষয়ে সূর্য বালি মহাশয়ের আদিবাসী এবং উপজাতি নিয়ে লেখা প্রবন্ধ, তাঁর বক্তব্য আমাদের মূল গবেষণাপত্রে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেকেই মনে করেন ‘আদিবাসী’ শব্দটি অপমানজনক এবং উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের বোঝাতে নির্দেশক সূচক শব্দরূপে ‘জনজাতি’ কথাটি ব্যবহার ইতিবাচক এবং সম্মানজনক, যদিও এক্ষেত্রেও অনেক দ্বিমত, তর্ক-বিতর্ক বিদ্যমান। আসলে ‘জনজাতি’, ‘আদিবাসী’, ‘ট্রাইব’ কোন শব্দই একমাত্রিক নয়, শব্দগুলির ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিক।

আনুষ্ঠানিকভাবে বা সরকারিভাবে *Tribe* শব্দটি ব্যবহার করা হলেও আদিবাসীচর্চার বিভিন্ন গবেষণা মূলত আদিবাসী সত্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। *REPORT OF THE BACKWARD CLASSES COMMISION,* এই রিপোর্টে জানা যায় স্বাধীনোত্তর ১৯৫০ সালে প্রবর্তিত ভারতীয় সংবিধান অনুসারে ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসিন্দা হিসাবে বিবেচিত জাতিগোষ্ঠীগুলির বেশিরভাগকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল এবং সেইসময় থেকেই প্রজ্ঞাপিত ভারতের আদিবাসী মানুষেরা সরকারিভাবে পরিচিত 'তফসিলি উপজাতি' রূপে। ভারতীয় সংবিধান 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার করে না, পরিবর্তে 'তফসিলি উপজাতি' বা 'জনজাতি' কথাটি ব্যবহার করে। ভারত তার ভূখণ্ডের ৪৬২ টি জনগোষ্ঠীকে 'তফসিলি উপজাতি' রূপে স্বীকৃতি দেয়, যাদের আদিবাসীই বলা হয়ে থাকে। আদিবাসী শব্দটি ব্যবহারে নানা বিতর্ক থাকলেও বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদগণ তাঁদের গবেষণায় জনজাতি মানুষদের 'আদিবাসী' এবং 'ট্রাইব' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এবিষয়ে আমাদের মূল গবেষণাপত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সারমর্মে 'আদিবাসী', 'উপজাতি', 'জনজাতি' এই শব্দবন্ধগুলি একই গোষ্ঠীর লোকেদের বোঝাতে ব্যবহার করা হয় এবং 'জনজাতি' পরিভাষাটি উপজাতি গোষ্ঠীর স্বরূপ সমৃদ্ধিকে প্রতিভাত করে।

বিভিন্ন লেখালিখি এবং বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক জনজাতির মানুষদের পরিচয় হিসাবে 'আদিবাসী' কথাটি বহুলাংশে ব্যবহার হওয়ায় এবং এই গবেষণাপত্রের আলোচনার ব্যবহারিক সুবিধার্থে 'জনজাতি' এবং 'আদিবাসী' শব্দবন্ধদ্বয় সমভাবাপন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

সমগ্র আলোচনায় আমাদের মূল অনুসন্ধান- *Voiceless section of Indian society,* যারা আসলেই নিজেরা জানে না তাদের অধিকার সম্পর্কে, যারা বেঁচে থাকে কেবল বেঁচে থাকার দায়ে, জীবনের অভ্যাসে, যাদের জীবন এবং সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় উচ্চবর্গীয় শ্রেণির হাতে, তাদের জীবনসমস্যা আধুনিক রাষ্ট্রের বাস্তব সত্যরূপ। ছোটগল্প স্বল্পায়তন, স্বল্প পরিসরের হলেও সেই স্বল্প পরিসরেই আবহমানকালের চালচিত্রের স্বরূপ ধরা পড়ে। এই অভিসন্দর্ভে জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব- ভারতবর্ষে বহু রক্তক্ষয়ের পর যে স্বাধীনতা এসেছিল, সেই স্বাধীনতার সত্যতা, সুখভোগ, অধিকার আদৌ কি প্রান্তিক জনজাতি সমাজ পেয়েছিল? স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকার কর্তৃক আদিবাসী উন্নয়ন স্বার্থে নানান আইন-প্রকল্প গৃহীত হয়, তা ঠিক কতটা আদিবাসী জীবনচর্চা এবং তাদের প্রাতিস্বিক মূল্যবোধকে ছুঁয়ে তৈরি হয়েছিল এবং সরকারি প্রকল্পগুলি

জনজাতি প্রান্তিক মানুষদের জীবনে কী আদৌ বাস্তবায়িত হয়েছিল? প্রাচীন থেকে বর্তমান সময়ের কালান্তরে শাসক ও শোষিতের চরিত্রের কি কোনো চরিত্রগত হেরফের ঘটেছিল? গল্পগুলি আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রশাসন ও ঊর্ধ্বতন উচ্চবর্গীয় শ্রেণির দ্বারা সমাজের প্রান্তবাসী মানুষদের নিয়ে মারণখেলা, অরণ্য এবং অরণ্যসন্তানদের নির্বিচারে মুছে ফেলার ধ্বংসলীলা, আদিবাসী নারী নির্যাতন ও নারীদের অবস্থান নির্ণয়ের পাশাপাশি প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের নানান সংস্কারের অন্তরালে যে গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, তাদের নানান বিশ্বাস-প্রথা, রীতির নামে চলে আসা আদিবাসী সমাজের অন্ধকার দিক এবং আদিবাসী সমাজজীবনের উপেক্ষিত, ক্লেদাক্ত, বিপন্নতার নগ্ন বাস্তব রূপ উন্মোচনই এই গবেষণার মূল অন্বেষণ।

এই গবেষণাপত্রের মূল আলোচনা সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

প্রথম অধ্যায়- ভারতীয় জনজাতি গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়: সংজ্ঞা ও স্বরূপ

এই অধ্যায়টি তিনটি উপঅধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম উপঅধ্যায়ে জনজাতির সংজ্ঞা, স্বরূপ এবং তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আলোচনার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের চল্লিশটি জনজাতি গোষ্ঠী সম্পর্কিত নানান তথ্য আলোচনা করা হয়েছে। জনজাতি/আদিবাসী কারা? সেই বিষয়ে নানান নৃতত্ত্ববিদদের মতামত এবং আদিবাসীদের দৈহিক গঠন, মুখাকৃতির বৈশিষ্ট্যভেদে এবং ভাষানুযায়ী তাদের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে এবং এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 'বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর পরিচয়: আদিবাসী/জনজাতি'- শীর্ষক দ্বিতীয় উপঅধ্যায়ে ভারতীয় সংবিধানের *The Scheduled Castes & Scheduled Tribes Order Acts* অনুসারে প্রজ্ঞাপিত পশ্চিমবঙ্গের ৪০ টি জনজাতি গোষ্ঠীর বাসস্থান, জনসংখ্যা, তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সংস্কার-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

জনজাতি/আদিবাসী ও দলিতদের পার্থক্য- শীর্ষক তৃতীয় উপঅধ্যায়ে জনজাতি এবং সমাজের অন্ত্যজ, দলিত মানুষদের মধ্যে যে জাতিগত পার্থক্য আছে তা তুলে ধরা হয়েছে। আদিবাসী অর্থেই সে সমাজের চোখে নিম্নবর্গের, নিম্নবর্ণের এবং দলিত কিন্তু দলিত অর্থেই সে আদিবাসী নয়। বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে দলিত এবং জনজাতি জনগোষ্ঠীর স্বরূপ নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়- প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক সমাজ ও জনজাতি সমাজের রূপরেখা:

সমকালকে সংরক্ষিত রাখবার অন্যতম মাধ্যম সাহিত্য, তাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে শুরু করে উনিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যের কালান্তরে সাহিত্যিকদের লেখনীতে, বস্তুনিষ্ঠায় প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্র কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, তার-ই অনুসন্ধান করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রয়েছে সমকালীন সমাজবিষয়ক তথ্য। সমকালের নানান সংকট, বর্ণাশ্রম প্রথা, বিভিন্ন জীবিকা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক চিত্র চর্যাগীতিতে লিপিবদ্ধ, বৈষ্ণব পদাবলীতে রয়েছে ভক্তিপ্রেমের পাশাপাশি সামাজিক চিত্র, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্য মঙ্গলকাব্য, চৈতন্য জীবনীকাব্যে চিত্রিত মধ্যযুগের ইতিহাস। এই সমস্ত কাব্যে চিত্রিত ঘটনাবলী সমকালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিপুণ ভাবে ব্যক্ত করে। এই যে ইতিহাস, তা মাটির তলায় প্রাপ্ত উপকরণের থেকে বেশি পাওয়া যায় লেখায়। যেমন, হরপ্পা- মহেঞ্জোদারো সভ্যতার লিপি খুব বেশি উদ্ধার করা যায়নি, কিন্তু মোগল আমল সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত হয়েছি পুরোপুরি প্রায় লেখার মধ্যে দিয়েই। বৌদ্ধদের সময়কাল সম্পর্কে জেনেছি চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (আনুমানিক ৩৩১ খ্রিস্টাব্দ-আনুমানিক ৪২২)- এর 'ফো-কু-কি' গ্রন্থ, হিউয়েন সাং (আনুমানিক ৬০২ খ্রিস্টাব্দ- আনুমানিক ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ)- এর লেখা মূল গ্রন্থ- 'সি-ইউ-কি' এর অনুবাদ *Buddhist records of the western world* বই থেকে। এঁরা যদি না লিখতেন তৎকালীন সময়কাল-দেশ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা যেত না। হর্ষচরিত থেকে হর্ষবর্ধনের আমল, কালিদাসের লেখা থেকে গুপ্তযুগের কথা, সেই সময়কালীন ইতিহাস যেমন পাওয়া যায়, তেমনই উনিশ-বিশ শতকের সাহিত্য থেকেই সেই সময়কাল সম্পর্কে জানা যায়, তৎকালীন সময় সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হয়। সাহিত্যেও থাকে ইতিহাসের উপাদান, একজন সাহিত্যিক শুধু ভাবে বিভোর হয়ে লিখছেন কেবল তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তেই তিনি কখনও ইতিহাসবিদের, কখনও সমাজতত্ত্ববিদের আবার কখনও মনস্তত্ত্ববিদের কাজ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী জীবনচর্যার যে চিত্র ফুটে ওঠে তা আসলে সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। যে কোন ক্ষেত্রেই বর্তমান সময়কে উপলব্ধি করতে ও বিশ্লেষণ করতে গেলে পূর্ববর্তী সময় সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিক। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য *বেদ, রামায়ণ, মহাভারত* এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদ,* পরবর্তীতে বিভিন্ন *মঙ্গলকাব্য* থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কথাসাহিত্যিকদের

আদিবাসী চেতনার ক্রমপ্রসারণে বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্র কীভাবে ফুটে উঠেছে- তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়- ১৯২৩-১৯৯০ দেশ-কাল, পটভূমি ও জনজাতি সমাজ:

যেকোনো জাতির সামজিক পরিকাঠামোর সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। এই অধ্যায়ে ১৯২৩ অর্থাৎ কল্লোল যুগ থেকে ১৯৯০ প্রাক্-বিশ্বায়ন পর্বে দেশ-কাল, পটভূমি আলোচনার পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে আদিবাসীদের অবস্থান চিত্র আলোচিত। এই অধ্যায়ে মূলত তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় এবং প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্ব, সমরকালীন ও বিশ্বযুদ্ধদ্ধোত্তর পর্ব, বিয়াল্লিশের আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, স্বাধীনতা, দেশভাগ, দেশের সংবিধান রচনা, আদিবাসী স্বার্থে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানান আইন-প্রকল্প এবং পঞ্চশীল নীতি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, তার সাফল্য-ব্যর্থতা, নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, সরকার বদল, গণতন্ত্রের নামে প্রহসন, সত্তর-আশির দশকের জোয়ারভাটায় রাষ্ট্রের উপেক্ষিত প্রান্তিক মানুষ যারা, এই দেশ-কালের পটভূমিতে তাদের অবস্থান কীরূপ তা এই অধ্যায়ে আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়- বাংলা ছোটগল্পকার (১৯২৩-১৯৯০) পরিচিতি এবং তাঁদের জীবনদর্শন :

১৯২৩-১৯৯০ কালপর্বের বাংলা ছোটগল্পকাররা তাঁদের জীবনসঞ্জাত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সমাজচেতনা, মুক্তদৃষ্টিভঙ্গি ও নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে সময়ের দাবিকে উপেক্ষা না করে তাঁদের শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ, জীবনদর্শনের গভীর উপলব্ধি থেকে ছোটগল্পে জনজাতি মানুষ ও তাদের জীবনসত্যকে তুলে ধরেছেন। লেখকদের সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরালে তাঁদের যে জীবনদর্শন ক্রিয়াশীল, সেই জীবনদর্শনের আধারে সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্য বিশ্লেষণ করতে লেখকদের সাহিত্যমানস সম্পর্কে আলোকপাত প্রয়োজন। সমাজচিন্তার সঙ্গে যদি লেখকের আত্মজিজ্ঞাসা যুক্ত না হয়, সেক্ষেত্রে সেই সমাজকে নিয়ে লেখা সাহিত্য কেবল গল্পকথা হয়ে থেকে যায়, তা এক জাতির, মানুষের ঐতিহ্য-র বাহক হতে পারে না। এই

গবেষণাপত্রে নির্বাচিত গল্পগুলি কেবল গল্পকাহিনি নয়, একটি জাতির ইতিহাস, জনগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ জীবনচর্যার তথ্য, সমাজের দর্পণ-দলিল। সাহিত্যিকদের সৃষ্ট সাহিত্যের মূলে থাকে তাঁদের জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ দর্শন, যুগযন্ত্রণা। এই বিষয়টি তুলে ধরতে বর্তমান অধ্যায়ে গল্পকার পরিচিতি, তাঁদের জীবনদর্শন, আদিবাসী চর্চার কেন্দ্র এবং তাঁদের আদিবাসী বীক্ষা আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়- জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পের (নির্বাচিত) পটভূমি-বৈচিত্র্য ও বিষয়-বৈচিত্র্য:

'জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পের (নির্বাচিত) পটভূমি-বৈচিত্র্য ও বিষয়-বৈচিত্র্য'- এই অধ্যায়টিকে দুটি উপঅধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে- গল্পের পটভূমি-বৈচিত্র্য এবং গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য। প্রথম উপঅধ্যায় পটভূমি-বৈচিত্র্যে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে আদিবাসী মানুষগুলির অভিজ্ঞতা, বঞ্চনার গল্পও ভিন্ন। এই আলোচনা সূত্রে পটভূমি-বৈচিত্র্য উপঅধ্যায়টিকে পাঁচটি অনুঅধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে- ১. গ্রামকেন্দ্রিক পটভূমি, ২. কোলিয়ারিকেন্দ্রিক পটভূমি, ৩. নগরকেন্দ্রিক পটভূমি, ৪. রেলের কামরা ও রেলস্টেশন কেন্দ্রিক পটভূমি, ৫. পাহাড় ও অরণ্যকেন্দ্রিক পটভূমি।

ছোটগল্প কিংবা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সুনিপুণ পটভূমি আঁকা সাহিত্যিকদের সৃজন দক্ষতাকে অবিসংবাদিতভাবে উন্মোচিত করে। গল্পের শিল্পসার্থকতার ক্ষেত্রে পটভূমি-পরিবেশ ও বিষয়বস্তু, পরস্পরের এককেন্দ্রিকতা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা আদিবাসীজীবনাশ্রয়ী ছোট গল্পগুলির ক্ষেত্রেও গল্পকাররা গল্পের বিষয় নির্মাণের পাশাপাশি পটভূমি রচনাতেও সবিশেষ নৈপুণ্যর পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনার সত্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরিবেশ অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ- গল্পের পটভূমির প্রেক্ষিতেই ঘটনার বক্তব্য, সত্যতা মাত্রা পায়। মানুষ কি করছে, কেন করছে, তার বিচার করতে গেলে আগে দেখতে হবে কোন 'অ্যাম্‌বিয়েন্স', 'এনভাইরন্‌মেন্ট' বা পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে, কোন পটভূমিতে, কোন অবস্থায় করছে। নির্বাচিত গল্পগুলির বিচিত্র পটভূমি আলোচনার মাধ্যমে পটভূমির বৈচিত্র্যমণ্ডিত স্বরূপ উন্মোচিত, যেমন- ছোটগল্পে পটভূমি এসেছে কখনো চরিত্রের সামগ্রিক প্রকাশের উদ্দীপক রূপে, কখনো মানব মনস্তত্ত্বের উদ্বোধক রূপে, আবার কখনো পটভূমি হয়ে উঠেছে মানুষের প্রতিরূপ, কোথাও যেন প্রকৃতি-পটভূমিও মানবচরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

‘গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য’- এই দ্বিতীয় উপঅধ্যায়টিকেও ছয়টি অনুঅধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে- ১. ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়, ২. প্রেম-দাম্পত্য-পরকীয়া, মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক বিষয়, ৩. রাজনীতিকেন্দ্রিকবিষয়, ৪. অতিলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতকেন্দ্রিক বিষয়, ৫. প্রকৃতিপ্রেমকেন্দ্রিক বিষয়, ৬. আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সঙ্কট-সমস্যাকেন্দ্রিক বিষয়। গল্পগুলিতে আদিবাসী মানুষদের ব্যক্তিজীবন, ব্যক্তিসংশয়, বিচ্ছিন্নতাবোধ, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, তাদের দাম্পত্য-প্রেম-পরকীয়া-মনস্তত্ত্বের নানান স্তরীয় বিন্যাস, এই সমস্ত বিচিত্রমুখী বিষয় আলোচনার সূত্রে বিষয়কেন্দ্রিক শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

উচ্চবিত্ত সমাজের চাপে গ্রামের চির অবহেলিত, শোষিত-বঞ্চিত আদিবাসী সমাজ, যারা অশিক্ষায়, ভূমিদল পুরুষানুক্রমে অবহেলিত, নির্যাতিতর রক্তের ঘামে মহাজনের ঋণ শোধ করতে নিঃস্ব সেই চিরবঞ্চিত আদিবাসী মানুষদের আর্তনাদ ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই লেখকদের কলম ধারণ। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী জনজীবন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ কমবেশি নানারূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তেমনই বাংলা ছোটগল্পের জগতেও বিভিন্ন ছোটগল্পকারদের লেখায় চিরবঞ্চিত আদিবাসী সমাজ, সহজ-সরল আদিবাসী মানুষ, সমাজব্যবস্থার বাস্তব নগ্ন স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে গল্পের বিষয়বস্তুতে। ১৯২৩-১৯৯০ সময়কালে সময়ের অস্থিরতা, যুগযন্ত্রণা, পরিবর্তিত রূপের চেতনার প্রতিফলন এবং প্রকাশ ঘটেছে বহুমাত্রিক জনজাতি জীবনাশ্রয়ী ছোটগল্পগুলিতে। জীবনের খন্ডচিত্র বা টুকরোচিত্র হলেও ছোটগল্পের এই স্বল্প পরিসরেই আছে বিচিত্র বিষয়ের উদার দাক্ষিণ্যের ধারাস্নান। সীমিত পরিসরের মাঝে জীবনের নাভিমূল থেকে উঠে আসা গল্পগুলি অভ্যস্ত জীবন আর ভাবনা থেকে পাঠককে এক বিশাল জীবনের সম্মুখে এনে দাঁড় করায়, যা বেশিরভাগই আমাদের অজানা, অচেনা। জীবনযন্ত্রণা জর্জরিত, ক্লান্ত-রিক্ত মানুষের মুখ, রক্তাক্ত মাটি, তুচ্ছ মানুষের জীবন, সর্বোপরি অপরাজেয়-বিদ্রোহী অগণিত আদিবাসী মানুষদের নিয়ে লেখা আদিবাসী জীবনাশ্রয়ী বাংলা ছোটগল্পগুলির পর্যালোচনায় উদ্ভাসিত ভিন্ন লেখকের লেখায় ভিন্ন দৃষ্টিকোণ। আদিবাসী মানুষদের ব্যক্তিজীবন-ব্যক্তিসংশয়, বিচ্ছিন্নতাবোধ, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, তাদের দাম্পত্য-প্রেম-পরকীয়া-মনস্তত্ত্বের নানান স্তর, এছাড়াও তাদের সংস্কার-বিশ্বাস, প্রকৃতিচেতনা, তাদের বিরুদ্ধে হয়ে চলা অত্যাচার- সাধারণভাবে এই সমস্ত বিচিত্রমুখী বিষয়, এই দ্বিতীয় উপঅধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়- গল্পে জনজাতি চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ:

এই অধ্যায়ে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯), আইভন পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬), জাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব, তাঁদের দার্শনিক চিন্তাভাবনার আধারে এই গবেষণাপত্রে নির্বাচিত গল্পের প্রান্তিক, জনজাতি চরিত্রগুলির স্বভাব-স্বরূপ ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের নানান স্তরীয় বিন্যাস এবং মানবমনের অতল রহস্য অনুধাবনের প্রয়াস করা হয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যে, সে ছোটগল্পই হোক কী উপন্যাস সর্বক্ষেত্রেই চরিত্রচিত্রণ ও মানবমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কত শত ভিন্ন মনমর্জির মানুষ বাংলা ছোটগল্পের চরিত্রচিত্রশালাকে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে স্বতন্ত্র এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রান্তিক জনজাতি চরিত্রগুলি মানবজীবনের অপার রহস্যচেতনায় মুখর। জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলেই ব্যক্তিমানুষের সংশয়-সঙ্কট, মনোবিকৃতির বিভিন্ন পর্যায়, যেমন- পশুকামিতা, প্যারাফিলিক মনোভাব, মানসিক ব্যাধি যেমন- হিস্টিরিয়া এবং আদিবাসী মানুষগুলির জীবনের স্বভাব-স্বরূপ ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের নানান স্তর পরিস্ফুট। গল্পে চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে সমাজের মানুষের যে বিচিত্র স্বর ব্যক্ত হয়, সেক্ষেত্রে লেখকের কোন ভাবনা প্রতীয়মান— এই সমস্ত দিকগুলি এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ফ্রয়েড যে 'লিবিডো', মানুষের জীবনীশক্তি *(Eros)* এবং মৃত্যুমুখী শক্তির *(Thanatos)* কথা বলেছেন, পাভলভের 'নিমিত্তবাদ' তত্ত্ব, পরাবর্ত ভিত্তিক মনস্তত্ত্ব, সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনের অস্তিত্বের সংকট, এই সবকিছু চরিত্রগুলির মননে কীভাবে ক্রিয়াশীল তা অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান অধ্যায়ে। চরিত্রগুলির উপস্থিতি এবং তারা কতটা শাসক ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার, প্রতিবাদী-প্রতিরোধী, এর পাশাপাশি চরিত্রগুলির মনোবিশ্লেষণে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক স্তরীয় বিন্যাস পরিস্ফুট তা আলোচনা করা হয়েছে। এব্যতীত গল্পের চরিত্রচিত্রণে স্রষ্টার মনোভাব কতটা ধরা পড়েছে, আবার কোথায় স্রষ্টার মনোভাবকে উপেক্ষা করেই চরিত্ররা তাদের স্বাতন্ত্র্যে উন্মুখ– সেই বিষয়টিতেও এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়- জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পে (নির্বাচিত) লোকায়ত জীবন ও লোকঐতিহ্য:

জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পগুলিতে সংস্কৃতি ধারার যে ইতিহাসের বিবর্তন, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক উপাদান- 'স্থিতি' *(Persistence),* 'সৃষ্টি' *(Invention)* এবং 'লয়' *(Loss),* বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ বা 'অ্যাকালচারেশন',

‘ডিফিউসান’, ‘কালচার কমপ্লেক্স’-এর প্রেক্ষিতে জনজাতি মানুষদের নানান লোকসংস্কার-লোকসংস্কৃতির চিত্র পরিস্ফুট, এই অধ্যায়ে তারই রূপরেখা নির্মাণের প্রয়াস করা হয়েছে। এছাড়া আরও নানান লোকসাংস্কৃতিক তত্ত্ব- ‘মান্যা’, ‘ম্যাজিক’, ‘টোটেম’, ‘ট্যাবু’র আধারে সমাজের প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের নানান সংস্কার-লোকবিশ্বাস-লোককথার অন্তর্নিহিত প্রত্যয় অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

একটি জাতি বা গোষ্ঠীর পরিচয়ের অন্যতম উপদান সেই জাতির সংস্কৃতি-ঐতিহ্য। প্রত্যেকটি সমাজগোষ্ঠীর বা জাতির বিশিষ্ট সামাজিক প্রথা, সংস্কার-সংস্কৃতি, আচার-রীতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, তাদের লোকায়তজীবন, ঐতিহ্য, তাদের বিচিত্র খাদ্যাভাস, পোশাক-অলংকার, বাসস্থান, বাক্‌সংস্কৃতি, এই নিজস্বতাই এক জাতিগোষ্ঠী থেকে অন্য জাতিগোষ্ঠীকে স্বতন্ত্রতা দান করে। বিশিষ্ট জাতিগোষ্ঠী হিসাবে স্বতন্ত্রতার স্বীকৃতি দাবি নির্ভর করে মূলত সেই জাতির লোকয়তজীবন, লোকঐতিহ্য সর্বোপরি লোকসংস্কৃতির উপর।

আমার গবেষণাকার্যে নির্বাচিত জনজাতি জীবনাশ্রয়ী গল্পে লিপিবদ্ধ জনজাতি মানুষদের লোকায়তজীবন, লোকসংস্কৃতি, লোকঐতিহ্যের গতিপ্রকৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বর্তমান অধ্যায়টিকে ছয়টি উপঅধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের জীবন আগাগোড়া নানান বিশ্বাস-সংস্কারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এই সংস্কার তা হচ্ছে কুসংস্কার, শিক্ষা-দীক্ষাহীন, যুক্তিহীনতায় মগ্ন আদিবাসীদের মধ্যে নানান অলৌকিক বিশ্বাসের প্রতি অগাধ আস্থা, যা তাদের আরও অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। গল্পগুলি আলোচনায় দেখা যায়, আদিবাসী মানুষরা কতটা যুক্তিবুদ্ধিহীন কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত। এই অধ্যায়ে জনজাতি মানুষদের লোকাচার, নানান সংস্কার, বিশ্বাস, আচার-প্রথা, ধর্মীয় ভাবনা, লোক উৎসব, বাক্‌সংস্কৃতি, খাদ্য-বস্ত্র-অলংকার, পেশা ও লোকপ্রযুক্তি, লোকনাট্য, লোকনৃত্য, অঙ্কনকেন্দ্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার:

‘বাংলা ছোটগল্পে (নির্বাচিত) প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র: একটি পর্যালোচনা (১৯২৩-১৯৯০)’- শীর্ষক গবেষণাপত্রে সামগ্রিক গবেষণালব্ধ চিন্তাভাবনার আলোকে উদ্ভাসিত কল্লোলযুগ ১৯২৩ থেকে প্রাক্‌বিশ্বায়ন পর্ব ১৯৯০,

এই বিস্তৃত কালপর্বে পঁচিশ জন বাংলা ছোটগল্পকারের একশো সত্তরটি বাংলা ছোটগল্পের ক্যানভাসে আদিবাসী চেতনার স্বরূপ ও আদিবাসী বিশ্ব নির্মাণের বিচিত্র প্রবণতার রূপরেখা। ছোটগল্পকারদের অভিজ্ঞতার উৎস, আদিবাসী চর্চার পরিপ্রেক্ষিত এবং আদিবাসী জীবনবীক্ষা ভিন্ন। লেখকদের শিল্পসৃষ্টির অভিজ্ঞতার উৎসগুলিকে বর্গীকরণ করলে দেখা যায়, কোনো লেখক জন্মসূত্রে বা আশৈশব গ্রাম্য পরিবশে বসবাসের সূত্রে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ, যেমন- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সৈকত রক্ষিত, প্রফুল্ল রায় প্রমুখ। আবার কোনো লেখক শহরবাসী, যিনি কর্মসূত্রে বা ভ্রমণসূত্রে গ্রামে গিয়ে সমাজের প্রান্তবাসী মানুষদের সংস্পর্শে থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, যেমন- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অভিজিৎ সেন প্রমুখ। আবার কেউ সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রিয় যুক্ত থাকার কারণে প্রান্তিক হতদরিদ্র জনজাতি মানুষগুলিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, যেমন- মহাশ্বেতা দেবী। এই পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বেশিরভাগ ছোটগল্পকারেরই কর্মসূত্রে বা ভ্রমণসূত্রে আদিবাসী জীবন, আদিবাসী বিশ্বের সাথে পরিচয় ঘটেছিল। কর্মসূত্রে যে সমস্ত লেখকদের লেখার মধ্যে যে গবেষণালব্ধ দৃষ্টি পাই, তা থেকে আশৈশব প্রান্তজন মানুষদের সাথে বেড়ে ওঠা লেখকদের আদিবাসী বীক্ষা, সহমর্মিতা তা অনেকটাই পৃথক। তবে এই গবেষণাপত্রে আলোচিত সমস্ত ছোটগল্পকারদের বেশিরভাগ লেখাতেই প্রায় সমাজের প্রান্তিক জীবন, জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজচিত্র এবং প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের প্রতি সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষদের শোষণ-অত্যাচারের চিত্র, আধুনিক সমাজের মুখোশের অন্তরালে থাকা বাস্তবিক স্বরূপ উন্মোচিত। তবে বেশ কিছু গল্পে আদিবাসী মানুষদের মনে ধীরে ধীরে অধিকার সচেতনতাবোধ, শ্রেণিবোধের জাগরণ, প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ ঘটেছে, যেমন- অনিল ঘড়াই এর গল্প 'বীজ, 'অরণ্যের জীবন, নলিনীর বেরার 'ঝরাপালকের জাদু' ইত্যাদি বেশ কিছু গল্পে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজাল ছিন্ন করে আলোর পথে পা বাড়ানোর ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং মহাশ্বেতা দেবী, অমর মিত্রের গল্পে শ্রেণি সচেতনতাবোধ, প্রতিরোধ-প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ পরিলক্ষিত। এব্যতীত বেশ কিছু গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে প্রকৃতি, কিছুক্ষেত্রে নর-নারীর ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তি সংকট, প্রণয়-পরকীয়া, তাদের মনস্তত্ত্ব।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে নতুন ধাঁচের সাহিত্য নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় বাংলা কথাসাহিত্যে জনজাতি জীবনচর্যার নিবিড় রূপ অনুসন্ধানের সূত্রপাত ঘটলেও, কালান্তরে লেখকদের আদিবাসী ভাবনার পরিবর্তনশীল রূপ

প্রতীয়মান। স্বাধীনোত্তর পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ ও দায় লেখকদের মধ্যে পরিলক্ষিত। বিশেষত সত্তরদশক পরবর্তী সময়ে নিম্নবর্গচর্চা এবং 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলা'র প্রবণতার কারণে, এই সময়ের সাহিত্যে জনজাতি জীবনের গভীর রূপ প্রতিবিম্বিত। এই গবেষণাপত্রের মূল অনুসন্ধান ছিল, নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে ভারতবর্ষে বহু রক্তক্ষয়ের পর যে স্বাধীনতা এসেছিল, সেই স্বাধীনতার সত্যতা সুখভোগ, অধিকার আদৌ কি প্রান্তিক জনজাতি সমাজ পেয়েছিল? আমরা আমাদের গবেষণার শেষ পর্যায়ে এসে এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি, স্বাধীনতার সুখভোগ তো দূর স্বাধীনতার অর্থ উপলব্ধি করতেই সমাজের প্রান্তিক, জনজাতি মানুষদের প্রায় তিন-চার দশক লেগে গেছে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে তারা ইংরেজ সাহেব, জমিদারদের দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত হয়েছে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় পীড়নে বিনা কারণে কেবল সরকারি নানান আইনের নিয়মে আদিবাসী মানুষদের ক্রমাগত অরণ্য থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের নিত্যসঙ্গী চূড়ান্ত দারিদ্র-অনাহার। বেশিরভাগ গল্পেই জনজাতি মানুষদের অরণ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ, আধুনিক সময় ও সভ্যতার চাপে দ্রুত অরণ্যের নির্মূল, চোরাকারবারিদের বাড়বাড়ন্ত রূপ এবং পুঁজিবাদী সভ্যতার আগ্রাসনে জনজাতিদের সংকট এবং তাদের শিক্ষাহীনতা, সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন ও সহজ সরলতার কারণে সর্বহারার যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ। আমাদের গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য ছিল, নির্বাচিত ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁজে দেখা যে, প্রাচীন থেকে বর্তমান সময়ে শাসক ও শোষিতের চরিত্রের কি কোনো চরিত্রগত হেরফের ঘটেছিল? আমাদের গল্পগুলি পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয় যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন সমাজ, অর্থনৈতিক পরিবেশে জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের শোষণের কৌশলও নতুন নতুন আঙ্গিকে আবির্ভূত। এছাড়াও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আদিবাসী স্বার্থে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানান আইন-প্রকল্প তা কতটা আদিবাসীজীবনে বাস্তবায়িত হয়েছিল? এর উত্তরে গবেষণাপত্রের সামগ্রিক আলোচনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর বলা যায়, সরকার কর্তৃক আদিবাসীদের স্বার্থে গৃহীত নানা আইন খাতায়-কলমে পাশ হলেও বাস্তবজীবনে তা সফলভাবে রূপায়িত হয়নি। বংশপরম্পরায় ভূমিদাসপ্রথা, বেঠবেগারি প্রথা, লোধা-শবর জাতিকে যে 'অপরাধ প্রবণ জাতি' রূপে তকমা দেওয়া হয়েছিল, তা আইনত খারিজ করা হলেও বাস্তবে জনজাতি মানুষরা এইসব কোনোকিছুর থেকেই মুক্তি পায়নি। তবে আশির দশকের শেষ থেকে আদিবাসীদের মধ্যে অধিকারবোধ, শ্রেণিচেতনা গড়ে ওঠার ইতিবাচক ইঙ্গিত আভাসিত। সরকারি আইন-প্রকল্পগুলি যে জনজাতি জীবনচর্চা ও তাদের প্রাতিস্বিক মূল্যবোধকে ছুঁয়ে তৈরি হয়নি, তা আমরা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁড়িয়ার কবিতা’, ‘আলোচনাচক্র’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘জগমোহনের মৃত্যু’, ‘জল’, ‘নুন’, রমাপদ চৌধুরীর ‘জলরঙ’ প্রভৃতি বহু গল্পেই বিস্তারিত আলোচনা ও দৃষ্টান্তসহ দেখেছি।

বাংলা ছোটগল্পে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতি সমাজচিত্রের সর্বোপরি আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায় সর্বক্ষেত্রেই আদিবাসীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান, তাদের বঞ্চিত-নিপীড়িত, আদিম সংস্কারগ্রস্থ জীবনযাপন এবং বিচিত্র স্বভাববৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত। আদিবাসীবিশ্ব সম্পর্কে বাংলা ছোটগল্পে মূলত যে প্রত্যয়-বীক্ষা উদ্‌ঘাটিত তা হল- ভূমি-কৃষিজমি ও অরণ্যের সঙ্গে জনজাতি মানুষদের সম্পর্ক, সমাজের প্রান্তিক জনজাতি মানুষদের প্রতি তথাকথিত সভ্য-আধুনিক-শিক্ষিত মূলস্রোতের মানুষদের অবহেলা এবং উচ্চবিত্তদের উন্নাসিকতার কারণে আদিবাসী প্রান্তিকগোষ্ঠীর মানুষদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মূলকর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন রূপ। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কারের কারণে তারা নিজেরাই নিজেদের জীবনে বিপদ ঘনিয়ে এনেছে এবং সমাজের এই প্রান্তিক মানুষদের প্রতি প্রশাসনের নিপীড়ন ও দায়মুক্ত ব্যবহার, স্বার্থান্বেষী মনোভাবের কারণে আদিবাসীসমাজের বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত রূপ। গল্পে উন্মোচিত আদিবাসী জীবনস্বরূপ তা কেবল স্থানিক গন্ডিতে আবদ্ধ নয়, তা গোটা ভারতবর্ষের প্রান্তিক জনজাতির মানুষদের জীবনসত্য। বাংলা ছোটগল্পকারগণ যেন এক ভারতবর্ষের অন্তরে লুকায়িত আর এক ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্যরূপের সন্ধান দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা ১৯২৩-১৯৯০ কালপর্বের প্রেক্ষিতানুসারে নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্প আলোচনার মাধ্যমে প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির সমাজচিত্র বিশ্লেষণে সচেষ্ট থেকেছি।

পরিশিষ্ট:

উপসংহারের পরে পরিশিষ্ট অংশে জনজাতি গোষ্ঠীর তিনজন মানুষের সাক্ষাৎকার এবং জনজাতি গোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির কিছু ছবি দেওয়া হয়েছে। এই পরিশিষ্ট অংশটি দুটি অংশে বিন্যস্ত করা হয়েছে- পরিশিষ্ট ১- এই অংশে সাক্ষাৎকারগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং পরিশিষ্ট ২- এই অংশে জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের বিবাহ রীতি-নীতি, খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থানের ছবি দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ:

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী গল্পসমগ্র (২),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৪১৯ব

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী গল্পসমগ্র (৩),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৪

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী রচনাসমগ্র (অষ্টম খণ্ড),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১৬

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী রচনাসমগ্র (দশম খণ্ড),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী রচনাসমগ্র (একাদশ খণ্ড),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৪১০ব, দ্বিতীয় সংস্করণ: বৈশাখ ১৪২১ব

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী রচনাসমগ্র (ত্রয়োদশ খণ্ড),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৪

গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতাদেবী রচনাসমগ্র (চতুর্দশ খণ্ড),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৪

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ: ১৪২৫ব

ঘোষ, শঙ্খ, নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), *সতীনাথ রচনাবলী ১,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মার্চ: ২০১৮

ঘোষ, শঙ্খ, নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), *সতীনাথ রচনাবলী ২*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ: ২০২১

ঘোষ, শঙ্খ, নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), *সতীনাথ রচনাবলী ৩*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪২৩ব

ঘোষ, সুবোধ, *গল্পসমগ্র ১*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সাল অনুল্লিখিত

ঘোষ, সুবোধ, *গল্পসমগ্র ২*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪

ঘোষ, সুবোধ, *গল্পসমগ্র ৩,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ: জুন ১৯৯৪

ঘোষ, সুবোধ, *গল্পসমগ্র ৪,* কলকাতা: প্রাইমা পাবলিকেশন, সাল অনুল্লিখিত

ঘড়াই, অনিল, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৪

ঘড়াই, অনিল, *সেরা ৫০ টি গল্প,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, মে ২০১৪

ঘড়াই, অনিল, *পরীযান ও অন্যান্য গল্প,* কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ১ লা বৈশাখ, ১৩৬১ব

চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, *পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: আনন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ: মার্চ ২০১৬

চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ: অগ্রহায়ণ ১৪২১ব

চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, *সেরা ৫০ টি গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১১

চৌধুরী, রমাপদ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *সেরা ৫০ টি গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী তারাদাস, শ্রী সবিতেন্দ্র রায়, শ্রী মণীশ চক্রবর্তী (সম্পা.), *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পসমগ্র ১,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০২২

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী তারাদাস, শ্রী সবিতেন্দ্র রায়, শ্রী মণীশ চক্রবর্তী (সম্পা.), *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পসমগ্র ২,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪২৭ব

বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৫

বসু, ড. নিতাই (সম্পা.), *সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, জুলাই ২০১৫

বসু, ড. নিতাই (সম্পা.), *সমরেশ বসুর গল্পসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, জুলাই ২০১৫

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্যসংসদ, চতুর্দশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্যসংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ: মে ২০১৯

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: সাহিত্যসংসদ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৯

মুখোপাধ্যায়, চিরন্তন (সঙ্ক.), *বনফুলের ছোটগল্পসমগ্র ১*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ: মে ২০১৯

মুখোপাধ্যায়, চিরন্তন (সঙ্ক.), *বনফুলের ছোটগল্পসমগ্র ২*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৯

মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মাঘ ১৪২৪ব

মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৪২৩ব

মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড),* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, অগ্রহায়ণ ১৪২৪ব

মজুমদার, অমিয়ভূষণ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা: দে' জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৪

মজুমদার, অমিয়ভূষণ, *পঞ্চকন্যা,* কলকাতা: বাক্‌শিল্প, জুন ১৩৭০ব

মজুমদার, কমলকুমার, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: সুপ্রকাশনী, ১৯৬৫

মিশ্র, ভগীরথ, *আমার একান্নটি গল্প,* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, আষাঢ় ১৩৬৫ব

মিশ্র, ভগীরথ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা: মৌসুমি সাহিত্য মন্দির, মে ১৯৬৫

রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা,* কলকাতা: পারুল, প্রথম সংস্করণ: ২০১৫

রায়, অসীম, *গল্পসমগ্র,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট, ২০১৭

রায়, দেবেশ, *গল্পসমগ্র ২,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ১৯৯২

রায়, দেবেশ, *গল্পসমগ্র ৩,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

রায়, প্রফুল্ল, *গল্পসমগ্র ১,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪২৩ব

রায়, প্রফুল্ল, *গল্পসমগ্র ৪,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪০৮ব

সেন, অভিজিৎ, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৪

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ:

আচার্য, অনিল (সম্পা.), *সত্তর দশক (খণ্ড এক),* কলকাতা: অনুষ্টুপ, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০১২

আচার্য, অনিল (সম্পা.), *সত্তর দশক (খণ্ড দুই),* কলকাতা: অনুষ্টুপ, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০১২

আহমেদ, ওয়াকিল, *লোককলা প্রবন্ধবলি,* ঢাকা: গতিধারা, দ্বিতীয় প্রকাশ: আগস্ট ২০০৫

আহমেদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি,* ঢাকা: গতিধারা, দ্বিতীয় প্রকাশ: মার্চ ২০০১

ইব্রাহিম, নীলিমা, *সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯০

খাতুন, ড. আমিনা, *মহাশ্বেতাদেবীর ছোটগল্প: পদদলিত ও অবহেলিত মানুষের জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি,* কলকাতা: শিক্ষণ, মহরম নভেম্বর ২০১৪

গঙ্গোপাধ্যায়, ডা. ধীরেন্দ্রনাথ, *পাভলভ পরিচিতি,* কলকাতা: পাভলভ ইনস্টিটিউট, জানুয়ারি, ২০১৭

ঘোষ, দীপঙ্কর, *বাংলা সাময়িক পত্রে আদিবাসীকথা,* কলকাতা, অমরভারতী, জানুয়ারি ২০০০

ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার জনজাতি (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: পুস্তক বিপণী, জানুয়ারি ২০০৭

ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার জনজাতি (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: পুস্তক বিপণী, সেপ্টেম্বর ২০১৩

ঘোষ, বিনয়, *বাংলা লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব,* কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৮৬ব

ঘোষ, সুবোধ, *ভারতের আদিবাসী,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা: রথযাত্রা, ১৩৫৫ব

চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার, *চর্যাগীতির ভূমিকা,* কলকাতা: ডি.এম লাইব্রেরি, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯০ব

চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার, দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.), *বাংলার লোকসংস্কৃতি,* কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিসটিবিউটর্স, নতুন সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০১৩

চক্রবর্তী, বরুণকুমার, *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, পঞ্চম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৬

চক্রবর্তী, স্বর্গীয় মুকুন্দ রাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডী,* এলাহাবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯২১

চট্টোপাধ্যায়, তুষার, *লোকসাহিত্য পাঠের ভূমিকা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০১

চট্ট্যোপাধ্যায়, ড.প্রবীরকুমার, *জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে,* কলকাতা: ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ভাষাবন্ধন সংস্করণ: অক্টোবর ২০০৮

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস,* কলকাতা: বিচিত্রা বিদ্যা গ্রন্থমেলা, জানুয়ারি ২০০৩

চ্যাটার্জী, দেবী, *ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থা,* দলিত ও সামাজিক ন্যায়, কলকাতা: গাঙচিল, জুন ২০১৮

চৌধুরী, শম্পা, *রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প সময় যেখানে নায়ক,* কলকাতা: এবং মুশায়েরা, পৌষ ১৪১৬ব

জলদাস, হরিশংকর, *বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড়,* ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *পুনশ্চ,* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পঞ্চম সংস্করণ, আষাঢ় ১৪০০ব

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রাজর্ষি,* কলকাতা: বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, প্রথম সংস্করণ ১২৯৩ব, রবীন্দ্র রচনাবলী সংস্করণ: মাঘ ১৪২২ব

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *বীথিকা,* কলকাতা: বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ভাদ্র ১৩৫২ব

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্ররচনাবলী (সপ্তবিংশ খণ্ড),* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৭৪

দত্ত, কৃত্তিবাস (সম্পা.), *আদিবাসী সমাজ,* কলকাতা: তুহিনা প্রকাশনী, পুস্তক মেলা, ২০২৩

দত্ত, বীরেন্দ্র, *বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ,* কলকাতা: দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৯৫

দেবী মহাশ্বেতা ও পৃথ্বীশ সাহা (অনুবাদ), *ভেরিয়ার এল্যুইন-এর আদিবাসী জগৎ,* কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ২০০০

দেবসেন, সুবোধ, *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ*, কলকাতা: পুস্তক বিপণী, মাঘ ২০১৬

দাশ, উত্তম, হাংরি, *শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন*, কলকাতা: মহাদিগন্ত, অক্টোবর ২০১৩

দাস, শ্রীস্বপনকুমার (সম্পা.), *আদিবাসী জগৎ ও স্বদেশচর্চা*, হাওড়া: আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, ২০১৮

দাস, শ্রীস্বপনকুমার (প্রকাশক), *আদিবাসী জগৎ প্রবন্ধ সমগ্র*, হাওড়া: আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১৭

নস্কর, ড. সনৎকুমার, *প্রসঙ্গ: বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, কলকাতা: রত্নাবলী, জানুয়ারি ২০০২

নস্কর, সনৎকুমার, *প্রাগাধুনিক কথা সাহিত্য পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা*, কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন, ২০১২

প্রামাণিক, ড. পরমানন্দ, *আদিবাসী সংস্কৃতির রূপরেখা*, কলকাতা: ফিরে দেখা প্রকাশনী, ২০০৯

বাগচি, অরুপকুমার, *সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি*, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ডিসেম্বর, ২০১০

বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পা.), *বঙ্কিম রচনাবলী খণ্ড ২*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ব

বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুমিতা, *মানিকের ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব*, কলকাতা: অলকা, শ্রাবণ ১৪০৮ব

বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, *মঙ্গলকাব্যে নিম্নবর্গের অবস্থান*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, শারদোৎসব, ২০০৯

বালা, যতীন (সম্পা.), *দলিত মানুষের গল্প*, কলকাতা: গাঙচিল, ডিসেম্বর ২০১৮

বিশ্বাস, অচিন্ত্য, *আদিবাসী জীবন সংগ্রাম*, কলকাতা: বৃন্দবাক, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৬ ই আগস্ট, ১৯৯৭

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.), *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল*, কলকাতা: রত্নাবলী, এপ্রিল ২০০২

বিশ্বাস, মনোহর মৌলি, *দলিত সাহিত্যের রূপরেখা*, কলকাতা: বাণীশিল্প, ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বসু, অরূপরতন (ভাষান্তর), *সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা: স্বপ্ন*, কলকাতা: দীপায়ন, ষষ্ঠ সংস্করণ: ২০১৪

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, সপ্তম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১৮

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা: বাস্কে পাবলিকেশন, সুবর্ণরেখা, ২০২০

ভট্টাচার্য, অরূপকুমার, *সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন ও সাহিত্য,* কলকাতা: পুস্তক বিপণী, রথযাত্রা ১৯৩১

ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলকাতা: এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দশম মুদ্রণ ২০০২

ভদ্র, গৌতম (সম্পা.), *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* কলকাতা: প্রতিভাস, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

ভারত সরকার, *ভারতের সংবিধান, বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৮৭

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *কালের পুত্তলিকা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৩৮৯ব

মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু, *অন্নদামঙ্গল,* কলকাতা: বামা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৯, পঞ্চম সংস্করণ: জুলাই ১৯৮৯

মণ্ডল, ড. চিত্ত এবং ড. প্রথমা রায় মণ্ডল (সম্পা.), *বাংলা দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: একুশ শতক, দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬

মণ্ডল, অমলকুমার, *ভারতীয় আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি-সমস্যা-সংগ্রাম-সংকল্প,* কলকাতা: দেশ প্রকাশন, নভেম্বর ২০১৭

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পা.), *পঞ্চাশের দশকের কথাকার,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, বইমেলা ১৯৯৮

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পা.), *লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র,* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অক্টোবর ২০০৪

মাহাতো, পশুপতিপ্রসাদ, *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ,* কলকাতা: পূর্বালোক পাবলিকেশন, পূর্বালোক সংস্করণ, জুলাই ২০১২

রায়, অলোক, *বিশ শতক,* কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১০

রায়, দেবেশ (সঙ্ক. ও সম্পা.), *দলিত,* কলকাতা: সাহিত্য একাডেমি, চতুর্থ মুদ্রণ: ২০১৫

রায়, হিমাংশুমোহন, *ভারতের আদিবাসী*, কলকাতা: মণ্ডল এন্ড সন্স, মহালয়া ১৩৮৭ব

রাণা, সন্তোষকুমার এবং কুমার রাণা, *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী সমাজ*, কলকাতা: গাঙচিল, ডিসেম্বর ২০১৮

রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা, *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু: সামগ্রিক মূল্যায়ন (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০০৭

রায়চৌধুরী, ভারতজ্যোতি, *সাতচল্লিশ থেকে সত্তর এবং আগে পরে*, কলকাতা: পুনশ্চ, বইমেলা ২০১১

সেন, অর্ণব, *ছোটগল্পের ভাষা সময়ের ভাষা,* কলকাতা: মনচষা, জানুয়ারি ২০০৩

সেন, শুচিব্রত, *ভারতের আদিবাসী সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম*, কলকাতা: বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারি ২০২১

সেন, সুজিত (সম্পা.), *জাতপাতের রাজনীতি*, কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৫৩ব

সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮

সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, *জোয়ারভাটায় ষাটসত্তর,* কলকাতা: পাল পাবলিশার্স, মে ১৯৯৭

সেনগুপ্ত, পল্লব, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৫৯

সরকার, পবিত্র, *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ: এপ্রিল ২০০৩

হোসেন, সোহারাব, *বাংলা ছোটগল্পের তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি*, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১১

হোসেন, সোহারাব, *বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন*, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, নভেম্বের, ২০০৪

পত্রিকা পঞ্জি:

মজুমদার, অমিয়ভূষণ, *নিজের কথা*, লালনক্ষত্র পত্রিকা, শরৎ ১৩৯৩ব

মিশ্র, আশিষ, *রাঢ় বাংলার জনজাতির লোকায়ত আখ্যান*, কলকাতা: সুখবর পত্রিকা, ১ লা জুলাই ২০২৪

প্রতিধ্বনি, The echo.a Journal of Humanities & Social Science, published by dept. of Bengali, karimganj college, volume- 2, issue- 3, assam, India, january 2014

প্রতিধ্বনি, The echo.a Journal of Humanities & Social Science, published by dept. of Bengali, karimganj college,volume- 6, issue- 4, Assam, India, April 2018

রায়, দীপককুমার, *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা এবং আন্তর্বিদ্যা শৃঙ্খলা,* কোচবিহার: কালবৈশাখী পত্রিকা, ২০১১

রায়, সৌরভ (সম্পা.), *হিজল পত্রিকা,* বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১ম, আলিপুরদুয়ার, জুন ২০১৮

সেন, অভিজিৎ, *মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা,* নিসর্গ পত্রিকা, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৪

সরকার, পুলককুমার (সম্পা.), *শুভশ্রী পত্রিকা,* ৪৫ বর্ষ, কলকাতা, ১৪১৩ব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, দলিত, অষ্টম সংখ্যা, কলকাতা: গাঙচিল, এপ্রিল ২০১৯

Man, Environment & Society, Delhi: arf journal, vol 1, no 2, 2020

International Research journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS), scholar publications, volume-2, issue-4, karimganj, Assam, India, may 2016

Ranger, Rabekh & Paul Fedoroff, commentary: Zoophilia and the law, The journal of the American academy of psychiatry and the law, December 2014

ইংরাজি সহায়কগ্রন্থ:

Bhattacharyya, Gayatri, *The protean identity of the Tamangs of India*, The Eastern Anthropologist, 2016

Culshaw, W.J. Tribal Heritage, *A Study of the Santals*, Delhi: Gyan Publishing House, 2004

Risley, H. H. *The Tribes and castes of Bengal (vol-1*), Calcutta: Bengal Secretariat press, 1891.

Risley, H.H. *The Tribes and castes of Bengal (vol2),* Calcutta: P. Mukherjee (published), 1998

Rosine Jozef Perelberg, *Freud a Modern Reader*, London & Philadelphia: Whurr Publishers, 2001

Roy, Saratchandra, *The Mundas and Their Country*, Calcutta: published by Jogendra Nath Sarkar at the city book society, 1912

Singh, K.S. *The Scheduled Tribes*, Oxford India Paperbacks, 2010.

Subba, chaitanya, *The Culture and Religion of Limbus*, university of Michigan, published by K. B. Subba, 1995

ব্যবহৃত রিপোর্ট:

GOVERNMENT OF INDIA, REPORT of the BACKWARD CLASSES COMMISION, VOL- 1 & 2, 1980

GOVERNMENT OF INDIA, NATIONAL COMMISION FOR SCHEDULED TRIBES, FILENO-17/2/inclusion/2013/RU-iii

List of notified Scheduled Tribes, The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (amendment) Act, annexure- IB, 1976

REPORT OF THE HIGH LEVEL COMMITTEE ON SOCIO-ECONOMIC, HEALTH AND EDUCATIONAL STATUS OF TRIBAL COMMUNITIES OF INDIA, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, may 2014

The Gazatte Of India (part 2, section 3), Published by the authority, Govt. Of India, Delhi: 1950

সহায়ক অভিধানপঞ্জি:

সরকার, পবিত্র, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত (সঙ্ক.), আকাদেমি বানান অভিধান, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সপ্তম সংস্করণ: জুলাই ২০১১

বৈদ্যুতিন তথ্য:

https://sanbad.net.bd/opinion/open-discussion/77413

https://www-oncyclopedia-com.translate.goog/humanities/encyclopedias_almamacs_iranscripts_and_maps/bhutia-x-tr-si=er&-x-h=bn&-x-tr-hl=bne-x-tr-pto=tx

https://preronajibon.com/freuds-theory-of-personality/amp/

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:53e897e1-7767-4e2c-ad53-86ae7b5bb4d6

https://roar.media/bangla/main/history/history-of-naxal-movement

https://shodhganga.inflibnet.ac.in

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/tamangs-and-limbus-are-now-st/articleshow/32994949